প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **রাজশাহী**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **২৭টি (জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**বাগধানী ঐতিহাসিক জামে মসজিদ**		**পবা**	২৪°২৯'২৬.৩" উ. ৮৮°৩৪'৪৫.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২০ প্রিল ২০১৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৯)	রাজশাহী জেলা সদর হতে প্রায় ১৫ কি:মি: উত্তরে পবা উপজেলার বারনই নদীর তীরে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির চারকোণে চারটি অষ্টোকোণাকার কর্ণার টারেট ও পশ্চিম দেওয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মসজিদে প্রবেশ করার জন্য তিনটি প্রবেশদ্বার ও উত্তর দক্ষিণে দুইটি জানালা বিদ্যমান।
২.	**বড় কুঠি**		বোয়ালিয়া **রাজশাহী সদর**	২৪°২১'৪৩.৬" উ. ৮৮°৩৫'৫৩.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২১ জুন ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩১৯)	রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার হতে আধা কি. মি. দক্ষিণে পদ্মা নদীর তীরে ভবনটি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাংলায় এসে ওলন্দাজরা (ডাচ) রাজশাহীর পদ্মার তীরে এই ভবন নির্মাণ করেছিল।প্রায় বর্গাকার ভূমি নকশায় নির্মিত এ দ্বিতল ভবনের বিভিন্ন সময়ে সংস্কার/মেরামতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বড় কুঠির মালিকানা একাধিকবার পরিবর্তনের ফলে কাঠামোর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু নতুন স্থাপনাও সংযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ ভবনের সঙ্গে নতুন স্থাপনার সংযোগ হলেও ডাচ্ নির্মিত প্রধান ভবনের আদি বৈশিষ্টের অনেকটাই এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।
৩.	**পুঠিয়া রাজবাড়ী**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪২.৮" উ. ৮৮°৫০'১১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৯৯)	১৮৯৫ সালে রানী হেমন্ত কুমারী দেবি এটি নির্মাণ করেন। সতের কক্ষ বিশিষ্ট দুই তলা ভবনটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথ বা সিংহ দরজা উত্তর দিকে অবস্থিত। চুন সুরকীর মসলা ও ইট দ্বারা নির্মিত রাজবাড়ির সম্মুখভাগে আকর্ষণীয় ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামনের স্তম্ভ এবং এর অগ্রভাগের অলংকরণ এবং কাঠের প্যারাপেটসমূহ রাজবাড়ীর নান্দনিকতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয়ভাবে রাজবাড়িটি পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**গোবিন্দ মন্দির** (বড় গোবিন্দ মন্দির)		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪১.৮" উ. ৮৮°৫০'১৩.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি অঙ্গনে অবস্থিত গোবিন্দ মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি। আঠার শতকের প্রথম দিকে রাজা প্রেম নারায়ণ রায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। একটি উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গাকারে নির্মিত মন্দিরটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি গর্ভগৃহ ও চার কোণায় ৪টি বর্গাকৃতির ছোট কক্ষ। গর্ভগৃহের চারপাশে ৪টি খিলান প্রবেশ পথ বিদ্যমান। তবে মূল প্রবেশ পথটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বারান্দার পিলারগুলো চমৎকার পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা সজ্জিত যা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী থেকে নেয়া হয়েছে।
৫.	**গোপাল মন্দির ও জগধাত্রী মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৬৯.৮" উ. ৮৮°৫০'২১.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৬)	এটি পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ি অঙ্গনে অবস্থিত তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি মন্দির। প্রাচীন উঁচু আয়তাকার মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। এর নির্মাণ উপাদান হিসেবে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের দেয়ালে পলেস্তরার উপরে চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটির নির্মাণকাল উনিশ শতকের শেষ দিক ধারণা করা হয়।
৬.	**দোল মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৬.৬" উ. ৮৮°৫০'১৪.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৬)	পুঠিয়া পাঁচ আনি জমিদার বাড়ির সম্মুখে মাঠ সংলগ্ন বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত ৪ তলা মন্দিরটি রাজা ভুবনেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। অর্থাৎ মন্দিরের দ্বিতীয় তলা নিচের তলা থেকে ছোট, ৩য় তলা ২য় তলার চেয়ে ছোট এবং ৩য় তলার উপরে চতুর্থ তলাটি আরও ছোট। চতুর্থ তলার উপরে রয়েছে একটি গম্বুজ।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**শিব মন্দির** (বড় শিব)		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৫০.৩" উ. ৮৮°৫০'১৩.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ অক্টোবর ১৯৭৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৬)	পাঁচআনী জমিদার বাড়ীর রাজা জগৎ নারায়ণ রায়ের স্ত্রী রানী ভূবনময়ী দেবী এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এ মন্দিরকে ভূবনেশ্বর মন্দিরও বলা হয়ে থাকে। বাংলা ১২৩০ সালে মন্দিরটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘ ৭ বছর পর ১২৩৭ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মূল মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে সুপ্রশস্ত সিঁড়িসহ প্রধান প্রবেশ পথ এবং চারপাশে টানা বারান্দা রয়েছে। বারান্দার পিলারগুলোর নিচের অংশ অলংকৃত। মন্দিরের মূল কক্ষেও পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মন্দিরের উপর চারকোণে ৪টি ও কেন্দ্রস্থলে একটি চুড়া বা রত্ন আছে। কেন্দ্রীয় চুড়াটি প্রায় ২০ মি. উঁচু।
৮.	**রথ মন্দির**	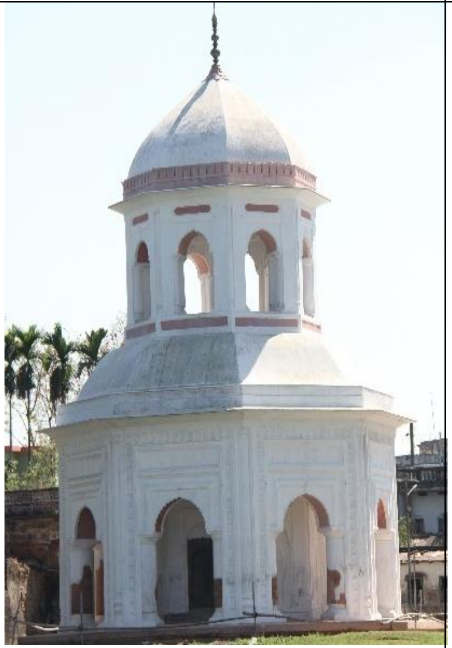	**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৯.৯" উ. ৮৮°৫০'১৪.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	বড় শিব মন্দির সংলগ্ন এবং শিবসাগর দীঘির দক্ষিণ পাশে রথ মন্দির অবস্থিত যা জগন্নাথ মন্দির নামেও পরিচিত। পাতলা ইট ও চুন সুরকীর মসলা দ্বারা নির্মিত এ মন্দিরটি ১৮২৩ খ্রিঃ রানী ভূবনময়ী কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। এ মন্দিরটিতে পোড়ামাটির কোন চিত্রফলক না থাকলেও এর নির্মাণশৈলী বেশ চমৎকার। অষ্টকোণাকারে নির্মিত গম্বুজাকৃতির ছাদ বিশিষ্ট এ মন্দিরের চারপাশে টানা বারান্দা রয়েছে। এর চারপাশে প্রদক্ষিণ পথ বা বারান্দা বিদ্যমান। বারান্দায় ৮টি পিলার আছে। উত্তর ও পূর্ব পাশে দু'টি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের চৌকাঠে অলংকৃত বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। দোতলার কক্ষগুলো আকারে ছোট এবং এটির চারপাশে উন্মুক্ত প্রবেশ পথ আছে। এ মন্দিরের উপর গম্বুজ আকৃতির ছাদ আছে। ছাদের উপর কলস আকৃতির ফিনিয়েল দ্বারা শোভিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**ছোট শিব মন্দির**	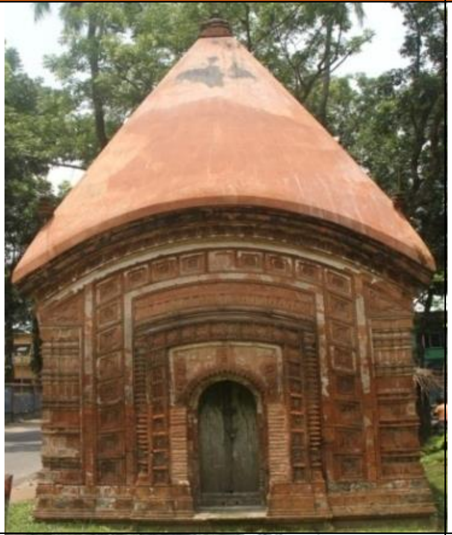	**পুঠিয়া**	২৪°২১'৩৯.৭" উ. ৮৮°৫০'০৯.২" পূ.	নম্বর: শা:১ এ - ১৬/৮৬/৫৪৫-১৯৬৮ ২৯ জুলাই ১৯৮৭	পুঠিয়া পাঁচআনী জমিদার বাড়ী হতে সামান্য দক্ষিণে পুঠিয়া-আড়ানী সড়কের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরটি ছোট শিব মন্দির নামে পরচিতি। ১৮২৩ সালে রানী ভুবণময়ী দেবি এটি নির্মাণ করেন। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দক্ষিণমুখী মন্দিরটিতে একটি খিলান সংযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উপরে ছাদের আকার অনেকটা মঠ আকৃতির হলেও এটি চৌচালা হিসেবে নির্মিত। ছাদের কার্ণিশগুলো ধনুকের ন্যায় বাঁকানো এবং পোড়া মাটির ফলক চিত্র সংযোগে সজ্জিত।
১০.	**ছোট আহ্নিক মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪১.৫" উ. ৮৮°৫০'১০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	পুঠিয়া পাঁচআনী জমিদার বাড়ী সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে এ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি প্রেম নারায়ণ রায় কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। মন্দিরটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। মন্দিরের পূর্ব দিকে পাশাপাশি ৩টি এবং দক্ষিণ দেয়ালে একটি খিলান দরজা রয়েছে। মন্দিরের ছাদ দোচালা আকৃতির এবং আংশিক বাঁকানো। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম দেয়ালের বহিরাংশ সমতল এবং কোন অলংকরণ নেই। তবে কর্ণার ও কার্ণিশসমূহ পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা চমৎকারভাবে অলংকৃত।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**গোপাল মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৪.৬" উ. ৮৮°৫০'০৬.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	পুঠিয়া চারআনী জমিদার বাড়ী চত্বরের উত্তর পাশে অবস্থিত আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত দুই তলা বিশিষ্ট মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ৩টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরের উত্তর দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে বারান্দা বিদ্যমান। মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় উঠার জন্য পশ্চিম দিকে সিঁড়ি আছে। উপর তলার কক্ষের দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি এবং পশ্চিম দেয়ালে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে।
১২.	**আহ্নিক মন্দির** (বড় আহ্নিক মন্দির)		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৪.২" উ. ৮৮°৫০'০৫.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২৪৫)	পুঠিয়া চারআনী জমিদার বাড়ী চত্বরের সর্ব দক্ষিণের মন্দিরটি হল বড় আহ্নিক মন্দির। এ মন্দিরে কোন শিলালিপি না থাকলেও এটি পুঠিয়া চারআনী জমিদার কর্তৃক আঠার বা উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকার পূর্বমুখী এ মন্দিরে পাশাপাশি ৩টি কক্ষ রয়েছে। মাঝের কক্ষটি আয়তাকার এবং বড়। এটির পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে এবং উপরের ছাদ চৌচালা আকৃতির। সম্মুখের দেয়াল অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সজ্জিত।
১৩.	**গোবিন্দ মন্দির**		**পুঠিয়া**	২৪°২১'৪৪.৪" উ. ৮৮°৫০'০৫.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৯ অক্টোবর, ১৯৭৫ (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং-২১৬)	বড় আহ্নিক মন্দিরের অতি সন্নিকটে উত্তর পাশে ছোট গোবিন্দ মন্দির অবস্থিত। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরটি ভিত্তি মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের ছাদগুলো চৌচালা আকৃতিতে নির্মিত এবং ছাদের কার্ণিশগুলো ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। চৌচালাগুলোর শীর্ষদেশ কেন্দ্রস্থিত ফিনিয়েলের সাথে মিলিত হয়েছে। মন্দিরটির পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ এবং দক্ষিণ দেয়ালে আরও ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪.	**গোপাল মন্দির** (সালামের মঠ)	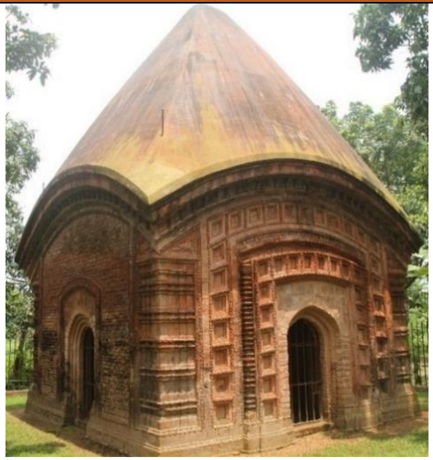	কৃষ্ণপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২১.৭৪১" উ. ৮৮°৫০.০৯৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া বাজার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণপুর গ্রামে এ মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি 'সালামের মঠ' নামে পরিচিত। মন্দিরটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। পূর্বমূখী দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের উপর ও এর চারপাশে চমৎকার পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম ও উত্তর পাশের দেয়ালে ৩ টি করে এবং দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথের দু'পাশে ২টি করে কুলঙ্গি বিদ্যমান। মন্দিরে কোন শিলালিপি না থাকলেও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও শিল্পশৈলীর বিচারে এটি ১৭শ-১৮শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।
১৫.	**শিব মন্দির** (খিতিশ চন্দ্রের মঠ)	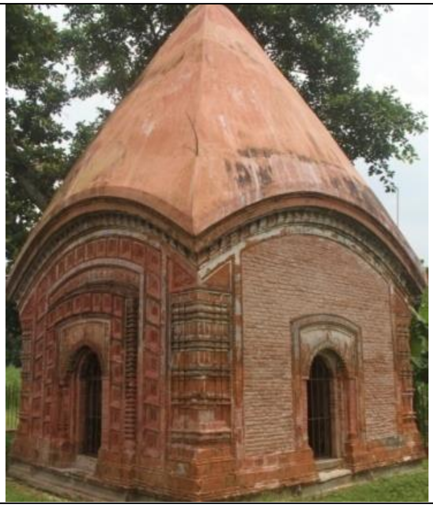	কৃষ্ণপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২১.৭৪১' উ. ৮৮°৫০.০৮৮' পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	স্থানীয়ভাবে খিতিশ চন্দ্রের মঠ হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি একটি শিব মন্দির। নির্মাণশৈলীর বিচারে মন্দিরটি ১৮ বা ১৯ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়। মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে। তবে এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশের প্রবেশ পথটি ছিল প্রধান প্রবেশ পথ। প্রধান প্রবেশ পথটি বাইরের দিকে কিছুটা উদগত এবং এটির দু'পাশে ও উপরে চমৎকার পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরের ভিতরে পশ্চিম ও উত্তর পাশের দেয়ালে একটি করে কুলঙ্গি বিদ্যমান।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬.	**কেষ্ট খেপার মঠ**		জীবনপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২১.৭৭০" উ. ৮৮°৫০.৪৬৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	বর্গাকার ভূমি পরিকল্পায় নির্মিত এ মঠের দক্ষিণ দেয়ালে ১টি মাত্র প্রবেশ পথ এবং উপরে ইট দ্বারা নির্মিত ২৫টি মৌচাকৃতির গঠন শৈলী বিশিষ্ট ছাদ দ্বারা আবৃত। এ মঠে তেমন কোন অলংকরণ নেই। তবে চারপাশের দেয়ালে কিছু প্যানেল লক্ষ্য করা যায়। প্যানেলগুলো বন্ধ দরজার আকৃতিতে নির্মিত। ছাদের নীচে কার্ণিশ বরাবর কিছু অলংকরণ রয়েছে। মঠটির নির্মাণ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে চুন ও সুরকি।
১৭.	**হাওয়া খানা**		তারাপুর, **পুঠিয়া**	২৪°২২'১৫.৫" উ. ৮৮°৪৮'৫১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	পুঠিয়া-রাজশাহী মহাসড়কের তারাপুর বাজার থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দক্ষিণে এবং পুঠিয়া বাজার থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি পুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে হাওয়াখানা অবস্থিত। খিলান আকৃতির ভিত্তি বেদীর উপর নির্মিত। নীচতলার আর্চযুক্ত দুই তলা বিশিষ্ট এ ইমারতের পশ্চিম দেয়ালে একটি এবং অপর তিন দিকে ৩টি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মূল কক্ষের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। পুঠিয়া রাজবাড়ীর সদস্যরা রাজবাড়ী থেকে রথ বা হাতীযোগে, পুকুরে নৌকায় চড়ে এসে অবকাশ যাপন এবং পুকুরের খোলা হাওয়া উপভোগ করতেন বলে জানা যায়।
১৮.	**কিসমত মারিয়া মসজিদ এবং বিবির ঘর**		**দুর্গাপুর**	২৪°২৫'৩২.৯" উ. ৮৮°৪৬'৪৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০১ অক্টোবর ১৯৮৭	রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর উপজেলার মাড়িয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন আমলের এক মসজিদের নাম কিসমত মারিয়া মসজিদ অবস্থিত। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির পূর্বদিকের দেয়ালে তিনটি খিলান আকৃতির প্রবেশ পথ রয়েছে। পশ্চিমের কিবলা দেয়ালে ছোট তিনটি অগভীর আয়তাকার মিহরাব রয়েছে। মসজিদটির স্থাপত্যিক বিন্যাস অনুযায়ী এটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। মসজিদের মূল অংশের দক্ষিণ পার্শ্বে ঘেষে একটি দ্বিতল স্থাপনা রয়েছে যা বিবির ঘর নামে পরিচিত ।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯.	বাঘা মসজিদ	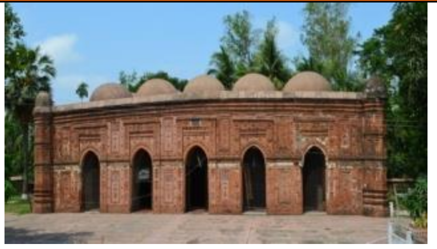	বাঘা	২৪°১১'৪৫.৭" উ. ৮৮°৫০'২২.১" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 23)*	বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ ৯৩০ হিজরী (১৫২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে দশ গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে খিলান বিশিষ্ট পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা খচিত পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত। মিহরাবগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্য রয়েছে।
২০.	কুমারপুর ঢিবি মাজার (আলী কুলি বেগের মাজার)		গোদাগাড়ী	২৪°২৩.৭৪৩" উ. ৮৮°৪৬.১৫৫" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 25)*	রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ১৩ কিমি পশ্চিমে রাজশাহী-গোদাগাড়ি পাকা সড়কের পাশে কুমারপুর ঢিবি ও মাজার অবস্থিত। বর্গাকার মাজারের ছাদের অংশ নেই। এটি জনৈক আলি কুলি বেগের মাজার বলে কথিত আছে। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মাঝের মিহরাবটি বড়। মেঝে কালো পাথর দিয়ে বাঁধানো।
২১.	উপর বাড়ি মাউন্ড এবং মকরমা মাউন্ড		গোদাগাড়ী	২৪°৪০.০৭০" উ. ৮৮°৪৩.৬৭৮" পূ.	কলকাতা গেজেট ০৫ মার্চ ১৯২৫	কুমারপুর মাজার ঢিবির কিছু উত্তরে উপরবাড়ি নামক আরও একটি ঢিবি রয়েছে। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক ঢিবিতে আংশিক উৎখনন কার্য চালানোর ফলে একটি ইমারতের দেয়াল ও কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২.	দেওপাড়া দিঘি ও দরগাহ		গোদাগাড়ী	২৪°৪৪.০০১" উ. ৮৮°৫০.৭৩০" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	রাজশাহী জেলা শহর থেকে ৫ কি.মি. পশ্চিমে গোদাগাড়ি উপজেলাধীন দেওপাড়া নামক গ্রামে এ দিঘি ও দরগাহ অবস্থিত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সি, টি, মেটকাফ এখান থেকে 'দেওপাড়া প্রশস্তি' নামক একটি প্রস্তরলিপি উদ্ধার করেন। দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটিকে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার পূর্বসূরি বলা হয়ে থাকে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুমার শরৎ চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ এবং আরও কয়েকজন পন্ডিত এই এলাকায় অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, শিলাখণ্ড ও প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে সমর্থ হন এবং অভিমত প্রদান করেন, অঞ্চলটি সেন বংশের রাজধানী বিজয়নগর।
২৩.	ধানোরা ঢিবি		তানোর	২৪°৪৩.৯৯৬" উ. ৮৮°৫০.৭৩০" পূ.	কলকাতা গেজেট ১৬ এপ্রিল ১৯২৪	ধানোরা ঢিবিটি রাজশাহী জেলাধীন তানোর থানার অন্তর্গত মাদারীপুর বাজার থেকে প্রায় ১.৫ কি.মি. পশ্চিমে ধানোরা গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে ঢিবির উপরিভাগ বেশ কয়েকটি তালগাছসহ বিভিন্ন প্রকার গাছপালা-লতাগুল্ম দ্বারা আবৃত। স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে জানা যায় এখানে একসময় রাজবাড়ি ছিল।
২৪.	বিহারৌল ঢিবি		তানোর	২৪°৬৮.৬২১" উ. ৮৮°৬১.১৯২" পূ.	কলকাতা গেজেট ১৬ এপ্রিল ১৯২৪	রাজশাহী জেলা শহর থেকে প্রায় ৩২ কিমি সোজা উত্তরে তানোর থানার অন্তর্গত মাদারিপুর গ্রামের মাইল খানেক উত্তওের বিহারৈল নামক একটি প্রাচীন ঢিবি অবস্থিত। ১৯২২-২৩ খ্রিঃ কে এন দীক্ষিত এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং স্থানটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান বলে অবিহিত করেন। বিহারৌল থেকে সংগৃহীত একটি বুদ্ধমূর্তি রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উৎখনন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢিবির মাঝখানের উন্মুক্ত অঙ্গনের চারদিকে প্রাচীন প্রচলিত রীতিতে একটি বিহার নির্মাণ করা হয়েছিল।
২৫.	বীরকুৎসা জমিদার বাড়ি		বাগমারা	২৪°৩৩'৩৯.৩" উ. ৮৮°৫৭'২৬.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৬ আগস্ট ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৫)	রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলাধীন বীরকুৎসা গ্রামে এ জমিদার বাড়ি অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে ১৮৫০ খ্রি. স্থানীয় জমিদার অভীনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই জমিদার বাড়িটি নির্মিত হয় এবং ১৯৪০ খ্রি. পর্যন্ত তার বংশধরেরা এটি ব্যবহার করেন। দক্ষিণমুখী এ জমিদার বাড়ির সম্মুখে (দক্ষিণে) মূল ভবনটি দুই তলা বিশিষ্ট এবং ইটের গাঁথুনিতে চুন সুরকী ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া দুই তলা ভবনের উত্তর পূর্ব দিকে একটি একতলা ভবন রয়েছে যা দুই তলা ভবন নির্মাণের পূর্বে ব্যবহৃত হত বলে স্থানীয় জনসাধারণ মতামত ব্যক্ত করেন। জমিদার বাড়িটি বৃটিশ স্থাপনার গঠন বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬.	গোয়ালকান্দি জমিদার বাড়ী		**বাগমারা**	২৪°৩২'৫৪.২" উ. ৮৮°৫২'২৪.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ আগস্ট ২০১৮ ১ম খণ্ড, (পৃষ্ঠা নং-৪৩১)	বাগমারা উপজেলা পরিষদ হতে ৮ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে গোয়ালকান্দি গ্রামে এই জমিদার বাড়ি অবস্থিত। এ জমিদার বাড়ির সম্মুখে পূর্ব পশ্চিমে প্রলম্বিত একটি একতলা ভবন এবং এর সংলগ্ন উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত একটি দুই তলা ভবন রয়েছে। উক্ত দুই তলা ভবনের পিছনে (পূর্ব দিকে) পৃথক একটি দুই তলা ভবন রয়েছে যা অতীতে জগধাত্রী মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হত। এছাড়া অন্যান্য স্থাপনাসমূহের ধ্বংসাবশেষ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।
২৭.	**মহারাণী হেমন্ত কুমারীর মহল ও ঘাট:**					
	ক) রাণী মহল		গ্রাম: পুঠিয়া উপজেলা: পুঠিয়া	২৪.৩৬১১৯° উ. ৮৮.৮৩৬৯৬° পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ এপ্রিল ২০২৫ ১ম খণ্ড, (পৃষ্ঠা নং-২৯৫)	রাজশাহী জেলা যে সব জমিদার বংশের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায় তাদের মধ্যে পুঠিয়া জমিদার বংশ অন্যতম। মহারাণী শরৎ সুন্দরী ১৮৮৬ সালে মারা যাওয়ার পর ঐ সালে হেমন্ত কুমারী দেবী জমিদারিত্ব গ্রহণ করেন। মহারাণী হেমন্ত কুমারী দেবী তাঁর জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০১ সালে 'রাণী' এবং ১৯২৭ সালে লর্ড আর উইনের আমলে 'মহারাণী' উপাধীতে ভূষিত হন। মহারাণী হেমন্ত দেবীর বাসভবনটি মূলত রাণী মহল নামে পরিচিত। ভবনটি আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর ১ম দশক বা ২য় দশকে নির্মিত। ধারণা করা হয় রাণীর ঘাটটি তার পূর্বে নির্মিত। বৃটিশ শাসনামলে উপমহাদেশে মোটা ও পাতলা লোহার বিম-বর্গা সম্বিলিত যে সব স্থাপনা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রাণী মহল অন্যতম। রাণী মহল ও রাণীর ঘাট মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে গুরুত্ব বহন করে।
	খ) রাণীর ঘাট			২৪.৩৬১২৯° উ. ৮৮.৮৩৭২২° পূ.		